দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 6 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চতুর্থ বিষয়ের বিড়ম্বনা

আমাদের কলেজ পর্যায়ে তিনটি শাখায় প্রায় ২০/২২টি বিষয় পড়ানো হয়। এর মধ্যে বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় বাংলা, ইংরেজি বাধ্যতামূলকসহ ৬টি বিষয়ে মোট ১২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এর মধ্যে ১০০০ নম্বর আবশ্যিক এবং বাকী ২০০ নম্বর চতুর্থ বিষয়। আর সমস্যার সৃষ্টি এখানেই। মূলতঃ তিনটি স্তরে বিষয়গুলি নির্বাচন করতে হয়। ১. আবশ্যিক ২. নৈর্ব্যক্তিক ৩. ঐচ্ছিক। আবার চতুর্থ বিষয়ের শর্ত হচ্ছে মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হলেও ৪০ + ৪০ = ৮০ বাদে বাকী নম্বর মোট নম্বরের সাথে যোগ হবে। আর চতুর্থ বিষয়ে ফেল করলেও ফলাফলে কোন প্রভাব পড়বে না। যেহেতু ফেল করলেও কোন প্রভাব পড়বে না স্বভাবতই এই বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের গুরুত্ব কম থাকে। অথচ আমরা বক্তব্য দিয়ে থাকি জ্ঞানের সকল শাখায় গুরুত্ব সমান হলেও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অধিক। কিন্তু বাস্তবে করি তার উল্টো। যেমন বিজ্ঞানের ছাত্ররা শতকরা ১০০ জনই জীববিদ্যাকে চতুর্থ বিষয় হিসেবে পড়ে কিন্তু তার প্রথম আকাঙ্খা থাকে ডাক্তারী পড়া কিংবা ফার্মেসী কিংবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। জীববিদ্যার কারণে সে মেডিকেল, ফরেস্ট্রি, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি কিংবা প্রাণ রসায়নের মত বিষয় পড়ার সুযোগ পায় অথচ সে জীববিদ্যাকে পড়ে চতুর্থ বিষয় হিসেবে। কিন্তু জীববিদ্যাকে পদার্থ বা রসায়নের মত গুরুত্ব সে কখনোই দেয় না। আবার অনেকে এই চতুর্থ বিষয়েই অনার্স পড়ে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয়ের মত গুরুত্ব না দিয়ে পড়ার কারণে তার এই বিষয়ে ধারণা কম থাকে। ফেল করলেও ফলাফলে প্রভাব না থাকার কারণে যে কোন চতুর্থ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন কোন পড়াশুনা করে না। আর তাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ তুলনামূলক ভাল ফলাফল, ভাল ছাত্র হতে বঞ্চিত থাকে। আর সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকেরা কম গুরুত্ব দেয় এবং সেই শিক্ষকদের মূল্যায়নও কম হয়। কারণ পাস-ফেলের প্রশ্ন যেখানে নেই সেখানে স্বভাবতই মূল্যায়ন কম। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়তি বা বোনাস হিসেবে পড়ে পাস করলে কল্যাণ না করলে নাই। বিষয়ের সমান গুরুত্ব না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে উপস্থিত থাকে কম। কিন্তু শিক্ষাবিদদের মতে একজন শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ে সমান জ্ঞান থাকা আবশ্যক। একজন শিক্ষার্থী যদি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে পরবর্তীতে কলা অনুষদের বিষয় কিংবা বাণিজ্য অনুষদের কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা করে তবে সে ক্ষেত্রে তার আবশ্যিক হিসেবে পদার্থ, রসায়নের কি দাম থাকলো? আর চতুর্থ বিষয়ই বা তাকে কি ক্ষতি করলো? আমাদের বুঝে আসে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক সময় মূল বিষয়ের সাথে সাবসিডিয়ারী বিষয় পড়ানো হত কিন্তু এখন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবসিডিয়ারী নামে কোন বিষয় নেই এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও যে চার বৎসরের অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে সেখানেও সাবসিডিয়ারী নামে কোন বিষয় রাখা হয়নি। কোর্সে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়কে যে কোন শিক্ষার্থী সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়ে। অর্থাৎ সমন্বিত কোর্স সিস্টেম। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চতুর্থ বিষয় রাখা কি দরকার তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বলতে পারবে না।

❑ মাহমুদ হোসাইন শামীম
প্রভাষক, কম্পিউটার শিক্ষা, সরিষাবাড়ী গাইসটি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জামালপুর।